দৈনিক ইত্তেফাক

53

তারিখ ... 19 SEP 1987 ...
পৃষ্ঠা... ... ... ১ ... কলাম ... ১ ...

শিক্ষা শুমারী রিপোর্ট

সিদ্ধান্ত কদাচিৎ বাস্তবায়িত হয়

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

সাম্প্রতিক এক শিক্ষা শুমারি রিপোর্টের মন্তব্য : "উপজেলা শিক্ষা কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণের কর্মকাণ্ডে রাজনীতি ও স্বজনপ্রীতি দুর্বহ প্রভাব বিস্তার করিয়া চলিয়াছে।" রিপোর্টে উল্লিখিত শিক্ষা কমিটির সদস্যদের সচেতনতা ও স্পষ্টতার অভাব, পারস্পরিক সহযোগিতার অনুপস্থিতি [illegible] পর্যাপ্ত

(১১শ পৃঃ [illegible])

শিক্ষা শুমারী রিপোর্ট

(১ম পৃঃ পর)

আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা না পাওয়ার অভিযোগ করিয়া অভিমত দেওয়া হয় যে, বাহিরের হস্তক্ষেপের ফলে গৃহীত সিদ্ধান্ত কদাচিৎ বাস্তবায়িত হয়।

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক গত বছর আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে দেশের এই প্রথম শিক্ষাশুমারি পরিচালিত হয়। চারিটি বিভাগ হইতে চারিটি জেলা-সাতক্ষীরা, মানিকগঞ্জ, নওয়াবগঞ্জ ও চাঁদপুর এলাকা ইহার আওতায় আসে। শুমারির প্রাথমিক রিপোর্ট গত ডিসেম্বরে সংকলিত হওয়ার পরে মুদ্রিত হইয়াছে।

রিপোর্টে শিক্ষার কল্যাণে উপজেলা পরিষদের ভূমিকা সাধারণভাবে ষাট শতাংশ ক্ষেত্রে সন্তোষজনক বলিয়া উল্লেখ করা হয়। রিপোর্টের সুপারিশমালায় শিক্ষা কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে যেকোন মহলের হস্তক্ষেপ প্রতিরোধের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। রিপোর্টে বলা হয়, অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যথাযথ পরিকল্পনার অভাব ও দুর্বল উদ্যোগের কারণে প্রত্যাশিতভাবে চলিতেছে না।